প্রথম আলো বাংলাদেশ

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বে নির্মাণবিধি অনুসরণের তাগিদ

বিশেষ প্রতিনিধি | আপডেট: ০২:৫০, জুন ০৭, ২০১৫ | প্রিন্ট সংস্করণ

ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে সারা দেশে 'বিল্ডিং ডিজাইন কোড' প্রয়োগ সম্ভব হলে জাতীয়ভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বে এই ভবন নির্মাণবিধি অনুসরণ করলে এর সুফল বেশি পাওয়া যাবে।

গতকাল শনিবার ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে গোল্ডেন সেন্টারে আয়োজিত এক সেমিনারে এ অভিমত প্রকাশ করা হয়। 'সীমিত সরকারি সম্পদ ব্যবহার করে বাংলাদেশে বিল্ডিং ডিজাইন কোড প্রয়োগ' শীর্ষক এই সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সাঈদ সাদ আন্দালীব। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্রাকচারাল প্রকৌশলী ও সফটওয়্যার ডেভেলপার সুকোমল মোদক।

১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) প্রণীত এবং ২০০৬ সালে হালনাগাদ করা হলেও এর প্রয়োগ হচ্ছে খুবই কম। বিষয়টি উল্লেখ করে সেমিনারে বলা হয়, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) বা সরকারি সংস্থা অনুমোদিত বেসরকারি পেশাদার গোষ্ঠীর সঙ্গে একযোগে বিল্ডিং ডিজাইন কোড প্রয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তা সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করবেন এবং অনুমোদিত পেশাদারদের ওপর অনেক দায়িত্ব এসে যাবে।

মূল প্রবন্ধে সেমিনারে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বে বিল্ডিং ডিজাইন কোড প্রয়োগের সুফল তুলে ধরে বলা হয়, এর মাধ্যমে সরকারের স্বল্পতম সম্পদ প্রয়োজন হবে। আমলাতন্ত্রের ও দালালদের দৌরাত্ম্য কমবে। মালিক ও নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পছন্দমাফিক পেশাগত প্রকৌশলী-স্থপতিদের নিয়োজিত করতে পারবে। যার ফলে অনুমোদন-প্রক্রিয়ায় সরকারি কর্মকর্তাদের একচ্ছত্র প্রভাব কমবে। অনুমোদিত বিভিন্ন পেশাজীবীর দক্ষতা বাড়বে।

প্রবন্ধে আরও বলা হয়, বিল্ডিং কোড অনুসরণ করতে হবে ধারাবাহিক কাজের মধ্য দিয়ে। স্ট্রাকচার বা কাঠামো হবে একজন পেশাদার স্থপতির মাধ্যমে। একজন পেশাদার কারিগরি প্রকৌশলী ভিত্তির (ফাউন্ডেশন) তথ্য নেবেন। একজন পরিবেশগত প্রকৌশলী পয়োব্যবস্থার নকশা করবেন। আরেক দল প্রকৌশলী পুরো নকশা পরীক্ষা করবেন। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানিসহ সেবা খাতের জন্য বিভিন্ন সংস্থাকে নিজস্ব প্রকৌশলীদের মাধ্যমে সেবা নিশ্চিত করতে হবে। নকশা প্রণয়নের সময়ই বিল্ডিং ডিজাইন কোড অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে। নির্মাণকাজের সময় পরিকল্পিত নকশা অনুসরণ করা হয়েছে কি না, তা দেখতে হবে। একজন মাঠপর্যায়ের প্রকৌশলী নির্মাণ নকশা প্রয়োগের বিষয় তদারকি করবেন। পুরো বিষয় নির্মাণ পরিবেশকে নিরাপদ করবে।

সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য সাঈদ সাদ আন্দালীব বলেন, নির্মাণ প্রকৌশলীসহ বিভিন্ন পেশাজীবীর মানসিক পরিবর্তন নিজ নিজ ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করতে পারে। কিন্তু এ দেশের ডিগ্রিধারীরা তা মনে করেন না। যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপে প্রকৌশল, স্বাস্থ্য বা শিক্ষাক্ষেত্রে একজনকে প্রতিবছরই ডিগ্রি নিতে দেখা যায়। কিন্তু এ দেশে একজন প্রকৌশলী, চিকিৎসক বা পিএইচডিধারী দ্বিতীয়বার ডিগ্রি নিতে আগ্রহী হন না।

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ফোনঃ ৮১৮০০৭৮-৮১, ফ্যাক্সঃ ৯১৩০৪৯৬, ই-মেইলঃ info@prothom-alo.info

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
প্রথম আলো ১৯৯৮ - ২০১৫

এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা বা ছবি অনুমতি ছাড়া নকল করা বা অন্য কোথাও প্রকাশ করা সম্পূর্ণ বেআইনি